The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 53 - 66)
Published in November 2024

আরবি নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন *

[**প্রতিপাদ্যসার** : আরবি সাহিত্যের নতুন সংযোজন নাট্যসাহিত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে আরবি নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত হয়। ১৮৪৭ সালে মারূন আন-নাক্কাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.) এর 'আল-বখিল' নাটকের মাধ্যমে আরবি নাট্যশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন সালীম আন-নাক্কাশ (মৃত. ১৮৮৪ খ্রি.), ইব্রাহিম আহদাব (১৮২৬-১৮৯১ খ্রি.), আহমদ আবূ খলিল কাব্বনি প্রমুখ। পরবর্তীতে মোস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮ খ্রি.), মুহাম্মদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১ খ্রি.), ফরাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২ খ্রি.), জর্জ আবইয়াজ (১৮৮০-১৯৫৯ খ্রি.), আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), মাহমূদ তাইমূর (১৮৯৪-১৯৭৩ খ্রি.), আলী আহমদ বাকাসীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) তাওফীক আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.), ওমর আবূ রিশা (১৯১০-১৯৯০ খ্রি.) প্রমুখ নাট্যকারের হাতে আরবি নাটক পরিপক্কতা লাভ করে। আরবি অনেক নাটক ইংরেজি, উর্দু, ফরাসি, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শিল্পমান ও মননশীলতার দিক থেকে আরবি নাটক উঁচু স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আরবি নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা

নাটক আরবি সাহিত্যের একটি নতুন সংযোজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে লেবাননে ইউরোপীয় নাটক অনুবাদের মাধ্যমে আরবি সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি হয়। মারূন আন-নাক্কাশ আরবি সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেননি, তথাপি তিনটি নাটক রচনা করে আরবি নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর হাত ধরে তঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সলীম আন-নাক্কাশ নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন। পরবর্তীতে মিখাইল নু'আইমা (১৮৮৯-১৯৮৮ খ্রি.), আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), তাওফীক আল-হাকীম (১৯০৩-১৯৮৭ খ্রি.) প্রমুখ নাট্যকারের মাধ্যমে আরবি নাট্যসাহিত্য যৌবনে পদার্পন করে। তওফীক আল-হাকীম পবিত্র কুরআনের কাহিনি, গ্রীক পুরাণ, আরব্য উপন্যাস, চলমান সামাজিক জীবন ও পরিবেশ থেকে নাটকের প্লট খুঁজে নাটক রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বর্তমানে এটি একটি জনপ্রিয় সাহিত্য।

নাটকের সংজ্ঞা

নাটকের আরবি প্রতিশব্দ مسرح (মাস্‌রাহ) বা مسرحية (মাসরাহিয়্যাহ)। এর মূল অক্ষর س– ر– ح যা বাবে فتح এবং سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ বেরিয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া, বিচরণ করা প্রভৃতি (বলিয়াভী, ১৯৮১ : ৩৭২; ইব্রাহিম মাদকুর ও অন্যান্য: ৪২৬)। স্থানবাচক বিশেষ্য المسرح। বহুবচনে مسارح আসে, যার অর্থ বিচরণস্থল, চারণভূমি, রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা (বলিয়াভী: ৩৭২)।

মাজদী ওয়াহাবা[১] নাটকের দুটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা:

(১) "সাহিত্যের যে শাখায় মহাকাব্য কিংবা গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো গল্প বা কাহিনি মঞ্চোপযোগী করে রচিত, তাকে নাটক বলে (মাজদি ওহবাহ, ১৯৭৪: ১২১)।"

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

(২) "সাহিত্যের যে শাখায় কতিপয় চরিত্র বা কোনো কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ গদ্য কিংবা পদ্যের ভাষায় সংলাপাত্মক ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়, তাকে নাটক বলা হয় (মাজদি ওহবাহ: ১২১)।"

ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেমের মতে, "নাটক একটি যৌথ শিল্প- যেখানে সাহিত্য, সংগীত, অভিনয়, দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, আলোক সম্পাত, শব্দ প্রয়োগ ও আঙ্গিকের বিভিন্ন উপকরণ একীভূত হয়ে এক সুসমন্বিত নান্দনিক অনুভূতির সৃষ্টি করে (আবুল কাসেম: ৩)।"

শ্রীশচন্দ্র দাস বলেন, "নাটক দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানজীবনের প্রতিচ্ছবি (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৫৯)।" উল্লেখ্য, সংস্কৃত আলংকারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে কাব্য দুই প্রকার- দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য এবং সকল প্রকার কাব্যসাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশচন্দ্র দাস Elizabeth Drew কর্তৃক রচিত Discovering Drama গ্রন্থের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। তা হলো: Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৫৯)। কারো কারো মতে, মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাকে নাটক বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে অভিনয়ের উপযোগী করে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে সাধারণত নাটক বলে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, নাটক এমন একটি সাহিত্য যা জীবন থেকে নেয়া কোনো কাহিনি বা ঘটনাপ্রবাহ কতিপয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে মঞ্চের সাহায্যে উপস্থাপিত হয়। মঞ্চ ছাড়া নাটকের বিষয় পরিস্ফুটি হয় না। নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ তাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকের কঙ্কালদেহে প্রাণসঞ্চার করেন এবং তাকে রূপৈশ্বর্য দান করেন। এর মাধ্যমে নাট্যকার ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন।

নাটক সাহিত্য জগতের অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে। কারণ নাটক একাধারে শ্রাব্য ও দৃশ্য এবং একই সঙ্গে দুটি ইন্দ্রিয়ের আনন্দ দানে সক্ষম। তাই নাটকের ব্যাপ্তিও অনেক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নাটক সব মানুষের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম (দুলাল ভৌমিক: ১)। নাটকের স্বরূপ সম্পর্কে আচার্য ভরত বলেন, "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যম" অর্থাৎ লোক চরিত্রের অনুরণই হচ্ছে নাটক (দুলাল ভৌমিক: ১)। আবার দশরূপকার ধনঞ্জয়ের মতে, "অবস্থানুকৃতি নাট্যম" অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণই হচ্ছে নাটক (দুলাল ভৌমিক: ১)।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, অনুকরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই নাটকের উৎপত্তি। মানুষ অনুকরণ প্রিয়। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষ একজন অন্যজনের ভাব-ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করত এবং পরবর্তী সময়ে তা নকল করে দেখাতে চেষ্টা করত। তাদের মধ্যে অভিনয় কলা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকলেও তারা সংগীত ও নৃত্যকলার মধ্য দিয়ে তাদের অনুকরণকে অন্যের সামনে তুলে ধরত (অজিতকুমার ঘোষ: ১)। প্রাচীনকালের ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়ে নাট্যকলার উদ্ভব ঘটে।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

নাটকের বিষয়বস্তু ও পরিণতি অনুযায়ী নাটককে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১। বিয়োগাত্মক (Tragedy)

২। মিলনাত্মক (Comedy)

৩। প্রহসনমূলক (Farcical)

১। **বিয়োগাত্মক (Tragedy) নাটক**: যে নাটকে কোনো অসাধারণ গুণসম্পন্ন নায়কের নিয়তির প্রভাবে বা চরিত্রের অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটির জন্য পরাজয় ঘটে তাকে বিয়োগাত্মক (Tragedy) নাটক বলে। শ্রীশচন্দ্র দাসের মতে, আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনিকে সাধারণত (Tragedy) বলা হয় (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৩)। এতে কোনো খ্যাতিমান, বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পতন দেখানো হয়। নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। তারপরও সে Will to power এ অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাঁর এ ইচ্ছাই তাকে বৃহৎ মর্যদা দান করে। মহিতলালের ভাষায়-

দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা
সে হৃদয়-সাগর-মন্থন
লীলাকাশের উষাসম পরলে অমৃত-রাগ
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-কাহিনী।

শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি 'মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-কাহিনী' বলে এ নাটক আমাদেরকে নায়কের ভাগ্যপির্যয় সত্বেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৩)।

২। **মিলনাত্মক (Comedy) নাটক**: যে নাটকে নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্ববিধ ঘটনাচক্র ও বাধাবিঘ্ন অনায়াসে বা অল্পায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্যের উচ্চগ্রামে উপনীত হন এবং দৈনন্দিন জীবনের লঘু দিকটি আনন্দোচ্ছল রূপে ও নায়ক-নায়িকার মিলন-মাধুর্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে তাকে মিলনাত্মক (Comedy) নাটক বলা হয় (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৩)। উল্লেখ্য, মানবচরিত্রের যে-কৌতুকবহ দিকটি নীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে, তাই কমেডির উপজীব্য। কমেডি জীবনের কোনো গভীর সমস্যাকে নাটকীয় উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে না, শুধু জীবনের লঘুতর দিকটি উপস্থাপন করে (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৬৯)। আর কমিডির লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা এবং বসুন্ধরাকে বীরের মতো দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে ভোগ করাই নায়কের লক্ষ্য। তাই সে বলে-

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।

৩। **প্রহসনমূলক (Farcical) নাটক**: সমাজের কুসংস্কার ও কু-রীতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে রহস্যজনক ঘটনাসম্বলিত হাস্যরসপ্রধান নাটককে প্রহসনমূলক (Farcical) নাটক বলা হয় (শ্রীশচন্দ্র দাস: ৭০)। প্রহসনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাবিন্যাসের বা চরিত্রের অতিরঞ্জিত পরিদৃষ্ট হয় এবং এতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাসের প্রধান্য দেখা যায়। এর প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে হাস্যরস সৃষ্টি।

ড. ইজ্জুদ্দিন ইসমাঈল আরবি নাটককে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা

১। (ملهاة) كوميديا বা মিলনাত্মক

২। (مأساة) تراجيديا বা বিয়োগাত্মক (ইসমাঈল: ১৩৮)। (ملهاة) كوميديا বা মিলনাত্মক নাটককে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১। নৈতিকতামূলক কমেডি (ملهاة الأخلاق)

২। রোমান্টিক কমেডি (الملهاة الرومانتيكية)

৩। প্রহসনমূলক কমেডি (الفارص)। নিম্নে এগুলোর সংজ্ঞা প্রদান করা হল:

১। নৈতিকতামূলক কমেডি (ملهاة الأخلاق): যে কমিডিতে নৈতিক আচরণ, সমাজের ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির বিদ্রুপাত্মক অবতারণা থাকে, তাকে নৈতিকতামূল কমিডি বলা হয়।

২। রোমান্টিক কমেডি (الملهاة الرومانتيكية): যে কমেডি অত্যাধিক কল্পনাপ্রবণ বা কাব্যধর্মী, তাকে রোমান্টিক কমেডি নামে অভিহিত করা হয়।

৩। প্রহসনমূলক কমেডি (الفارص): যে কমেডিতে কুশীলবগণ কোনো চরিত্রবিশেষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নাটকীয় পরিণতি দান করে, তাকে প্রহসনমূলক কমেডি বলা হয়।

আরবি নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সাহিত্য মানবজীবনের দর্পন। সাহিত্য হচ্ছে চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ (এনামুল হক ও অন্যান্য: ১১৫০)। শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে- "নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্যজগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে-সূরে ঝঙ্কৃত হয়, তাহার শিল্পসঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য (শ্রীশচন্দ্র দাস: ১৭।।" সাহিত্য বলতে ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনবোধকে বুঝায়। সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়। পদ্য ও গদ্য। পদ্যের মধ্যে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি এবং গদ্যের মধ্যে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, উপান্যাস, নাটক ইত্যাদি। অনেক সাহিত্যিক নাট্যকলাকে আলাদা প্রধান শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (https://bn.wikipedia.org/wiki/নাটক)।

আরবি নাটক আরবি সাহিত্যের একটি নতুন সংযোজন। হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর জন্মের সময় আরবি ভাষা ছিল শ্রেষ্ঠ ভাষা। তখন ছন্দোবদ্য গদ্য ও কবিতার প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছিল অসাধারণ। বাগ্মী ও কবিদের মানুষ সমাজের নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন গোত্রপ্রধান বা নেতা। আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) খলীফা আল-মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমাহ' বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থরাজি আরবিতে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখে। তবে আরবিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যতটা গুরুত্ব লাভ করেছে সে অনুযায়ী নাট্যসাহিত্য কোনো গুরুত্বই লাভ করেনি। তাই আমারা দেখতে পাই যে, এ সময় গ্রীক, ল্যাটিন, চীনা ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বহু গ্রন্থ আরবিতে রূপান্তরিত হলেও কালিদাসের নাটক কিংবা এ্যারিষ্টটলের কোনো নাট্যগ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়নি।

আধুনিক যুগে আরবি নাটক রচনার যাত্রা শুরু হয়। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কর্তৃক মিশর বিজিত হওয়ার পরপরই আরবি সাহিত্যে পালাবদলের হাওয়া বইতে শুরু করে। কারণ নেপোলিয়ান মিশরে আরবি সাহিত্যিকদের জন্য সাহিত্যচর্চার অনূকুল পরিবেশ তৈরি করে। ফলে আরবি কবি-সাহিত্যিকরা নব উদ্যমে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় নিমগ্ন হন। তাঁরা ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের নিত্য নতুন স্টাইল ও আঙ্গিক আয়ত্ব করে অনুরূপ স্টাইলে আরবি সাহিত্য চর্চা করেন। একই সাথে আরবির মৌলিকত্বও বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবি নাটকের যাত্রা শুরু হয়। সিরিয়ার মারূন আন-নাক্কাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.)[২] সর্বপ্রথম ফরাসি নাট্যকার মোলিয়ের (Molière)[৩] নাটক অনুবাদের মাধ্যমে আরবি নাটকের সূত্রপাত করেন।

মারূন আন-নাক্কাশ এর ব্যবসায়ী পিতা ছেলেকে নিয়ে দেশবিদেশে ভ্রমণ করেন। তিনি দামিশ্‌ক, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ইতালিও ভ্রমণ করেন এবং ইতালিতে কয়েক বছর অবস্থান করেন। এখানে মারূন আন-নাক্কাশ নাট্যদলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং নাট্যাভিনয় রপ্ত করেন (আল-মার'আঃ ৮২)।

মারূন আন-নাক্কাশ ছিলেন অসাধারণ মেধাবী লোক। দেশে ফিরে এসে তিনি ইটালির আদলে একটি নাট্যদল গঠন করেন। এ নাট্যদলের মাধ্যমে তিনি ১৮৪৭ সালে তাঁর অনূদিত আরবি নাটক আল-বখিল (البخيل) নিজ গৃহে মঞ্চস্থ করেন। এটি দেখার জন্য তিনি এলাকার গণমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান। শুরুতে তিনি নাটক রচনা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এতে প্রাচ্যের লোকদের পিছিয়ে পড়ার কারণও তুলে ধরেন (আল-মার'আঃ ৮৩)। উল্লেখ্য যে, এ নাটকটি মোলিয়ের বিখ্যাত নাটক L'Avare এর আরবি অনুবাদ। এতে তিনি কবিতার সংযোজন করেন এবং ইতালীয় ভাষার নামগুলোকে আরবিতে রূপান্তর করেন।

মারূন আন-নাক্কাশ ১৮৪৯ সালে নিজ গৃহে তাঁর দ্বিতীয় নাটক উপস্থাপন করেন। এটির নাম ছিল 'আবুল হাসান আল-মাগাফ্‌ফাল ওয়া হারূন আর আল-রশীদ' (أبو الحسن المغفل وهارون الرشيد)। এ নাটকটি দেখার জন্য তিনি বৈরুত অবস্থানরত ওসমানী রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকতা ও স্থানীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের আমন্ত্রণ জানান। এ নাটক সম্পর্কে একজন পর্যটক মন্তব্য করন- "অভিনয়ে অদক্ষতা ও নিম্নমানের গান দেখা যায়, কিন্তু নাটকের শিল্প নির্দেশনা, প্রয়োজনীয় সাফল্য ও দর্শকপ্রিয়তা লক্ষণীয় (আল-মার'আঃ ৮৪)।"
মারূন আন-নাক্কাশ ১৮৫৩ সালে তাঁর তৃতীয় নাটক 'আল হাসুদ আল-সালীত' (الحسود السليط) মঞ্চস্থ করেন (আল-মার'আঃ ৮৪)। এটি ছিল একটি সামাজিক নাটক। নাটকের প্রতি তখনো গণমানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। তাই তিনি নাটকে গদ্য, পদ্য বা গান সন্নিবেশিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্র সালীম আন-নাক্কাশ বলেন,
لما رأى عدم ميل أبناء وطنه إلى هذا الفن المفيد نظرا لعدم معرفتهم بمنافعه، زاده فكاهة فجعل في الرواية الواحدة شعرا ونثرا وأنغاما، عالما بأن الشعر يروق للخاصة والنثر تفهمه العامة والأنغام تطرب.
অর্থাৎ "তিনি যখন দেখলেন তাঁর দেশের সন্তানরা এ (বিষয়ের) উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিষয়ের প্রতি ঝুঁকছে না তখন তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি একই নাটকে কবিতা, গদ্য ও গান সন্নিবেশিত করেন। কারণ কবিতা বিশেষ শ্রেণিকে আকৃষ্ট করে, গদ্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় এবং গান সবাইকে আনন্দ দেয় (আল-মার'আঃ ৮৪)।"

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র সালীম আন-নাক্কাশ[৪] নাট্যদলের হাল ধরেন। তিনি এ নাট্যদলকে নিয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করেন এবং এটি ছিল মিশরের প্রথম নাট্যগোষ্ঠী (ড. মোস্তাক মোহাম্মদ ও অন্যান্য, ২০০৫: ১২৬; https://www.google.com/سليم (النقاش)। তিনি মারূন আন-নাক্কাশ থেকে তিনটি ভাষা শিখেছিলেন। আরবি, ফরাসি ও ইতালি। তিনি ফরাসি, ইতালি ও ইংরেজি ভাষায় প্রচুর নাট্যসাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ বৈরুত অতিবাহিত করে মিশরে চলে আসেন। এখানে তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি গান, উপন্যাস ও নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন। তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৯৭৬ সালে ২২ ডিসেম্বর মঞ্চায়ন করেন মারূন আন-নাক্কাশ রচিত 'আবু হাসান আল-মুগাফ্‌ফল ওয়া হারুন আল-রশিদ', ২৮ ডিসেম্বর 'আল-হুসুদ আল-সালিত'। তাঁর লিখিত ও অনূদিত নাটকের মধ্যে الظلوم (আল-জালুম), هوراس (হোরেস), فيدر (ফেডার), متريدات (মেট্রিডাট) উল্লেখযোগ্য (https://www.google.com/**سليم النقاش**)।

সিরিয়ায় আরবি নাট্যসাহিত্যের প্রবর্তক ছিলেন আহমদ আবু খালীল আল-কাব্বানি (১৮৩৬-১৯০২ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাধর সংগীত শিল্পী ও অভিনেতা। সিরিয়ার দামিস্কে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তিনি বিখ্যাত সংগীত শিল্পী আহমদ আকিল আল-হালভি (১৮১৩-১৯০৩ খ্রি.) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি নাট্যসাহিত্য শিখার জন্য পাশ্চাত্যের কোনো দেশে যানটি। বরং নিজ দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের অনুকরণ ও নির্দেশনায় অন্যতম নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন (আল-মার'আ: ৮৫)। ১৮৭৮ সালে তিনি তাঁর প্রথম আরবি নাটক 'নাকির আল-জামিল' (ناكر الجميل) নিজ গৃহে মঞ্চায়ন করেন। তারপর তিনি 'ওদ্দাহ' (وضاح) নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন। এতে বহু সংখ্যক দর্শক উপস্থিত হয়েছিল এবং তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন (আল-ফাখুরি: .১১২)। শুরুতে আবু খালিল মহিলা চরিত্রের অভিনয় করার জন্য পুরুষ লোকের সাহায্য নিতেন। এতে তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং এক পর্যায়ে তাঁর কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে মিদাত পাশা শাসনভার গ্রহণ করলে তিনি তাঁর পেশায় ফিরে আসেন এবং সফলতার সাথে নাট্যসাহিত্যের প্রসার ঘটান। তিনি ৬০টির অধিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো (আল-ফাখুরি: .১১২):

১। নাকির আল-জামিল (ناكر الجميل)

২। ওয়াদ্দাহ (وضاح)

৩। আনতার ইব্ন শাদ্দাদ (عنتر بن شداد)

৪। আফিফা (عفيفة)

৫। হারুন আল-রশীদ মা'আ আনসিল জলিস (هارون الرشيد مع أنس الجليس)

৬। মাজনুন লাইলা (مجنون ليلى)

৭। হারুন আর-রাশীদ মা'আল আমীর গানিম ইব্ন আইয়ুব ওয়া কূত আল-কুলূব (هارون الرشيد مع الأمبير غانم بن أيوب وقوت القلوب)

৮। আল-আমীর মাহমূদ ওয়া যাহরুর রিয়াদ (الأمير محمود وزهر الرياض)

৯। আবদুস সালাম আল-হামাছী (عبد السلام الحمصى)

মিশরের আরবি নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ইয়া'কুব ইব্ন রাফাঈল সান্নু' (১৮৩৯-১৯২২ খ্রি.) যিনি আবু নাজ্জারাহ নামে পরিচিত। তাঁর বাবা ছিলেন মুহাম্মদ আলী পাশার নাতি আমির আহমদ ইকুন এর উপদেষ্টা। ১৩ বছর বয়সে তিনি আমির ইয়াকুনের প্রশংসায় একটি কবিতা লিখেন। এতে আমির সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইতালি পাঠান। তিনি ইতালি, আরবি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দক্ষতার সাথে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেন (আল-মার'আ: ৮৫)। ১৮৭০ সালে তিনি একটি নাট্যদল গঠন করে তাঁর স্বরচিত নাটকগুলো 'আজবেকিয়া হলে' মঞ্চস্থ করেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজ-সরল এবং নাটকগুলো ছিল সামাজিক ও শিক্ষণীয়। তাই অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। স্বয়ং খেদিব ইসমাঈল তাঁর নাটকে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি মাত্র দুবছর স্বরচিত এবং ফরাসি গল্প অবলম্বনে নির্মিত বেশ কটি উপান্যাসের নাট্যরূপ উপস্থাপন করেন। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (আল-মার'আ: ৯২):

১। আল-ওয়াতান ওয়াল হুররিয়া (الوطن والحرية)

২। গানদুর মিশর (غندور مصر)

৩। গাজওয়াতু রাসি ছুর (غزوة رأس ثور)

৪। যাওজাতুল আব (زوجة الأب)

৫। জুবাইদা (زبيدة)

৬। আল-বূরছা (البورصة)

৭। আস-সাদাকাহ (الصداقة)

৮। আল-বারবারী (البربري)

৯। আদ-দুর্‌রাতান (الضرتان)

তিনি তাঁর নাটকগুলোতে চরিত্র সংশোধনমূলক আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। الوطن والحرية (স্বদেশ ও মুক্তি) নাটকে তিনি সরকারের সমালোচনা ও তাদের চারিত্রিক ত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন। এতে প্রশাসন ক্ষুব্ধ হয়। ফলে তাঁর নাট্যশালা বন্ধ করা হয় এবং তাকে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় (আল-মার'আ: ৯২)।

আরবি নাট্যসাহিত্যের উন্নয়নে আর এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি.)।[৫] তিনি সালীম আন-নাক্কাশের নাট্যদলের সদস্য ছিলেন। তিনি সিরিয়ার দামেস্কে জন্মগ্রহণ করলেও মিশরে চলে যান এবং সেখানে নাট্যদলের সাথে আরবি নাটক মঞ্চায়ন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে- اندروماك ও شارلمان । অতঃপর নাট্যদলের হাল ধরেন ইউসুফ খাইয়াত। তিনি উক্ত নাট্যদলকে নিয়ে কায়রোতে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত নাট্যাঙ্গনে কাজ করতে থাকেন। এ সময়কালের মধ্যে মিশরে অনেকগুলো নাট্যদলের জন্ম হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি দলের নেতৃত্বে দেন সুলায়মান আল-কারদাহী (১৮৮২-১৯০৯ খ্রি.), দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন আহমদ আবু খালিল আল-কাব্বানী (১৮৩৬-১৯০২ খ্রি.) এবং তৃতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন ইসকান্দর ফারাহ (১৮৫১-১৯১৬ খ্রি.)।

ইসকান্দর ফারাহ বৈরূতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয় নাট্যদলের মাধ্যমে নাট্যাভিনয় রপ্ত করেছেন। তিনি আবু খালিল আল-কাব্বানীর নাট্যদলের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৪ সালে আল-কাব্বানী যখন মিশরে চলে যান তখন তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্যান্ডের সাথে কাজ চালিয়ে যান। ১৮৮৬ সালে তিনি আল-কাব্বানীর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব দল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দলে সালামা হিজাজি (১৮৫১-১৯১৭ খ্রি.)[৬] ও যোগ দেন। শরীফ পাশা তাঁকে কায়রোর ''আতাবা'' এলাকায় একটি কাঠের মঞ্চ তৈরি করতে সাহায্য করেন। এ নাট্যদলটি শেক্সপিয়ারের 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' অবলম্বনে 'দ্যা মিসরি অফ লাভার্স'সহ বেশ ক'টি সফল নাটক উপস্থাপন করেছিল। ১৮৯৯ সালে ইস্কান্দর ফারাহ স্থাপত্য ও সাজসজ্জার দিক থেকে ইউরোপীয় টিয়েটারের মতো একটি আধুনিক টিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অপেরা হাউসের পর এটি মিশরে দ্বিতীয় টিয়েটার যা বিদ্যুত দ্বারা আলোকিত করা হয়। দলটি ছয় বছর ধরে নতুন টিয়েটারে সফলতার সাথে নাটক উপস্থাপন করেছিল। নিজের ভাইয়ের সাথে মতবিরোধের কারণে ১৯০৫ সালে তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কিছু সময়ের ব্যবধানে তিনি আবার নাট্যদল গঠন করেন। এতে আজিজ ঈদ (১৮৮৪-১৯৪২ খ্রি.), আহমদ মুহররম (১৮৭৭-

১৯৪৫ খ্রি.), মাহমুদ কামেল (১৯১৯-১৯৯৪ খ্রি.), আমিন আতাল্লাহ (১৮৯৬-১৯৪০ খ্রি.), আলী ইউসুফ (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রি) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা বেশ কটি নাটক মঞ্চায়ন করেন। সেগুলো মধ্যে البرج الإفريقية، অন্যতম। ১৯০৬ সালে ম্যারি সোফিয়ানের মৃত্যুর পর তাঁদের العواطف الشريفة، عرابي باشا، مكائد الغرام الهائل، কার্যক্রম আবার বন্ধ হয়ে যায়। কিছু দিন পর তিনি আবার নতুন নতুন অভিনেতা যথা নাজিব আল-রায়হানী (১৮৮৯-১৯৪৯ খ্রি.) ও মান্‌সি ফাহমীকে তাঁর দলে অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় কার্যক্রম চালু করেন। তিনি নাটকের প্রতি দর্শকদের আরো আকর্ষণীয় করার জন্য টিয়েটার শো শেষ হওয়ার পর নীরব সিনেমা শো উপস্থাপন করেছিলেন। সে সময় মিশরে সিনেমা ছিল একটি নতুন শিল্প। তাই এতে জনগণ বেশ আকৃষ্ট হয়েছিল।

নাট্যসাহিত্যের উন্নয়নে ফরাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২ খ্রি.) এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক লেখক। তিনি লেবাননের ত্রিপোলিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উসমানীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে মিশরের আলেকাজান্দ্রিয়ায় চলে আসেন। তিনি কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং তাঁর পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপাতে থাকেন। ১৯০৮ সালে তিনি আমেরিকা যান এবং 'আল-জামিয়া' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অতঃপর মিশরে ফিরে এসে লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আমহমদ মুনসি ফরাহ আনতুনের ১৫টি নাটকে কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেননি যে, সেগুলো কি অনুবাদকৃত নাকি রচিত (আল-মার'আ: ৯৫)। ড. ফুয়াদ আল-মারআ' তাঁর দুটি বিখ্যাত নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে ((আল-মার'আ: ৯৭):

(১) মিশর আল-জাদিদা ওয়া মিশর আল-কৃদীমা (مصر الجديدة ومصر القديمة)

(২) আস-সুলতান সালাহ উদ্দিন ওয়া মমলাকাতু উরশালীম (السلطان صلاح الدين ومملكة اورشليم)

আরবি নাট্যসাহিত্যে জর্জ আবইয়াজ (১৮৮০-১৯৫৯ খ্রি.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর আবির্ভাবের পরে অভিনয় শিল্প নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। প্রথম দিকের নাট্যশিল্পীদের কোনো মৌলিক লেখাপড়া ছিল না। তাঁর গান ও সুললিত কণ্ঠের ওপর নির্ভর করতেন। প্রখর মেধার অধিকারী জর্জ আবইয়াজের জন্ম বৈরূতে হলেও তিনি জীবিকার সন্ধানে মাত্র আট বছর বয়সে আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করেন। সেখানে বিভিন্ন বিদেশি নাট্যগোষ্ঠীর সাথে সখের বসে অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত হন। অল্প সময়ে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ফলে নাট্যশিল্পে পড়াশোনা ও অধ্যয়নের জন্য তিনি প্যারিস যাবার সুযোগ পান। সেখানে তিনি সাত বছর লেখাপড়া করেন। ১৯১২ সালে মিশরে ফিরে আসেন এবং আরবদের নিয়ে একটি নাট্যদল গঠন করেন। তিনি আধুনিক ধারায় বিভিন্ন উপান্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করতে থাকেন। ফলে নাট্যশিল্পর বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁকে নাট্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে উল্লেখ করা হয় (আল-মাকদাসী: ৫৩৬; ড. মোস্তাক আহমদ ও অন্যান্য: ১২৮)। এ সময় আরবি নাটক আরব বিশ্বে ব্যাপকভাবে চর্চা হতে থাকে। বিশেষ করে মিশর, সিরিয়া ও লেবাননে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই এ শিল্পের প্রতি ঝুকে পড়েন। ফলে ক্লাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতি সংগঠন নিজ নিজ নাট্যদল গঠন ও বিভিন্ন নাটক মঞ্চায়ন করে নাট্যসাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মুহাম্মদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১ খ্রি.)[৭] মিশরীয় ছোটোগেল্পর রচয়িতা ও নাট্যকার। তাঁর নাটকগুলো মিশরীয় সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিচ্ছবি। তিনি ১৯১৪ সালে আইন বিষয়ে পড়ার জন্য প্যারিস গমন

করেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে মিশরে ফিরে এসে ছোটোগল্প ও নাটক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি গল্পগুচ্ছ, প্রবন্ধ ও কবিতা ছাড়াও নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে العصفور في القفص، العشرة الطيبة، عبد الستار افندى، الهاوية অন্যতম। তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে তিনি তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী নাট্যসাহিত্যকে পরিপক্কতা দান করতে পারেন নি। এতদসত্ত্বেও নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। প্রসিদ্ধ চার নাট্যকার তাঁর লেখায় প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এঁরা হলেন ফারাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২ খ্রি.), তাওফীক আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.), মাহমুদ তায়মূর (১৮৯৪-১৯৭৩ খ্রি.) ও আলী আহমদ বাকাছীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) (ড. মোস্তাক আহমদ ও অন্যান্য: ১২৮)।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যে তাওফীক আল-হাকিম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.)- এর অবদান সবার উর্ধ্বে। তাঁর নাট্যশৈলী চমৎকার, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনীতি ও সমাজ চেতনা সমৃদ্ধ। তাঁর সৃজনশীল বহুমাত্রিক প্রতিভায় আরবি নাট্যাঙ্গন সরব হয়ে ওঠে। তিনি ১৯২৪ সালে আইন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য তিনি প্যারিস গমন করেন। তিনি সেখানে চার বছর অবস্থান করেন। আইন শাস্ত্র তথা প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। তিনি গল্প, নাটক ও সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিশেষ করে নাট্যচর্চা করতে থাকেন। অবশ্য এ শাস্ত্রে তাঁর নতুন পদার্পন নয়। এর আগে ১৯২২ সালে তিনি তাঁর লিখিত নাটক 'আল-মর'আতু আল-জাদিদা', 'আদ-দ্বাইফু আস-সাকীল' ও 'আলী বাবা' মঞ্চায়ন করছিলেন (শাওকী দ্বাইফ: ২৮৯)। সে সময় প্যারিস ছিল নাট্যকলায় বেশ এগিয়ে। তাই তিনি পিতার নির্দেশক্রমে আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্যারিস গমন করলে মূল বিষয় বাদ দিয়ে সাহিত্য ও নাট্যকলায় দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হন এবং গভীরভাবে প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়ন করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ইসমত মাহদী বলেন, In 1925 al Hakim went to Paris for farther studies. Neglecting his main subject law, he made thorough study of Europian literature, both classical and comtemporary. Thanks to his father's generour stipend, he could frequencnt theatres operas and art museums (Mahdi: ১২৪).

তাওফীক আল-হাকিম প্যারিসে অবস্থানকালে বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়নের পাশাপাশি লেখালেখিও শুরু করেন। ১৯২৭ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপান্যাস 'আওদাত আর-রুহ' (আত্মার প্রত্যাবর্তন)। প্রথম উপান্যাসে তিনি পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল মঞ্চ নাটকের প্রতি। তাই তিনি আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি না নিয়ে নাট্যজগতে বিচরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্যারিসে তিনি নাট্যসাহিত্যের ওপর গভীর পড়াশোনা করেন। নাটক দেখা, অভিনয় রপ্ত করা এবং নাটক লেখার উপকরণ যোগানোর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রি না নিয়ে ১৯২৮ সালে মিশরে ফিরে আসেন (তাওফিক আল-হাকিম: ১২৯)।

দেশে ফিরে তিনি সরকারি উকিল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। সরকারি চাকরিতে অধিষ্ঠিত থেকে লেখালেখি করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে মুক্ত মনে লেখা যায় না। তিনি বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। তাই তিনি ১৯৪৩ সালে সরকারি চাকরি ত্যাগ করেন এবং কায়রো থেকে প্রকাশিত 'আখবার আল-ইয়াওম' পত্রিকায় যোগদান করেন। বাকী জীবন তিনি পত্রিকার সম্পাদনা, নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন তথা সাহিত্যচর্চায় কাটিয়ে দেন (আহসান উল্লাহ: ২৩৬)।

তাওফীক আল-হাকিম সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য ও নাট্যশিল্প চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নাট্যশিল্প চর্চাকে তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এজন্য বিপুল নাট্যকর্ম সৃষ্টি তাঁর জন্য সম্ভব

হয়েছে। ১৯৫০ সালে তাঁর রচতি ২১টি সামাজিক নাটক নিয়ে প্রকাশিত 'আল-মাসরাহ আল-মুজতামা' (সামাজিক নাটক) এবং ১৯৫৬ সালে 'আল-মাসরাহ আল-মুনাও'আহা' শিরোনামে বিচিত্র বিষয়ে ২১টি নাটক সম্বলিত অপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (আল-দাসূকী: ৪০)।

তাওফিক আল-হাকিম প্রতীকী ও বুদ্ধিবৃত্তিক দীর্ঘ নাটক ছাড়াও কমেডি শ্রেণির ছোট-বড় ৭২টি নাটক রচনা করেছেন (আহসান সাইয়েদ: ৯)। তাঁর নাটকে সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, ধনী-গরীব ব্যবধান, লিঙ্গবৈষম্য, চারিত্রিক অধঃপতন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কাহিনিকে উপজীব্য করে নাটক রচনা করার প্রতি তাওফীক আল-হাকিমের ঝোঁক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যা আরবি বা অন্য কোনো ভাষার নাট্যকারদের মাঝে দেখা যায় না। 'আহল আল-কাহফ (১৯৩৩)', 'সুলাইমান আল-হাকিম (১৯৪৩)', 'মুহাম্মদ (১৯৩৬)' আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাওফীক আল-হাকিমের অন্যান্য নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (আল-ফাখুরি: .৩৯৭):

(১) আল-দয়ফ আল সকীল (الضيف الثقيل)

(২) মুহাম্মদ (স.) (محمد)

(৩) শাহরযাদ (شهرزاد)

(৪) সালাতুল মালায়িকা (صلاة الملائكة)

(৫) আহল আল-কাহাফ (أهل الكهف)

(৬) সুলাইমান আল-হাকীম (سليمان الحكيم)

(৭) আল- মালিক উদীব (الملك أوديب)

(৮) আল-শয়তান ফী খতর (الشيطان في خطر)

(৯) বাইনাল হারব ওয়াস সালাম (بين الحرب والسلام)

(১০) আস-সুলতান আল-হাইর (السلطان الحائر)

(১১) আল-মরআ আল-জাদীদা (المرآة الجديدة)

(১২) খাতিমু সুলাইমান (خاتم سليمان)

(১৩) খুরুজ মিন আল-জান্নাহ (خروج من الجنة)

(১৪) রাসাসা ফী আল-কলব (رصاصة في القلب)

(১৫) আল-যম্মার (الزمار)

আধুনিক আরবি সাহিত্যের পুরোধা হচ্ছেন কবি আহমদ শওকী বেগ (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.)।[৮] তাঁকে কবি সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আরবি নাট্যসাহিত্যেও তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁকে কাব্য নাটকের পথিকৃৎ বলা হয়। ফ্রান্সের প্যারিসে থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং ফরাসি থিয়েটারে অভিনীত বিখ্যাত নাটকগুলোর মঞ্চায়ন প্রত্যক্ষ করেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস বিষয়কে উপজীব্য করে তিনি কাব্য নাটক রচনা করেন। তাঁর কাব্যনাট্যগুলো হচ্ছে- আল-আস (ورقة الأس),[৯] ও দাসিয়াস (داسياس),[১০] ক্লিওপেট্রা (كليوبترا), মাজনুন লায়লা (مجنون ليلى), আলী বেগ আল-কবির (علي بك الكبير), কাম্বিজ (قمبيز),

আনতারা (عنترة), আস-সিত্ত হুদা (الست هدى)। এছাড়া তিনি গদ্যেও আমিরাহ আল-আন্দালুস (أميرة الأندلس) নামক একটি নাটক রচনা করেছেন। আরবি কাব্যে তাঁর এ নাটকীয় ধারার প্রবর্তন আরবি সাহিত্যের মানকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে।

ইতিপূর্বে আরবি কথ্য ভাষায় রচিত গীতি নাট্যসমূহ যেগুলো যুব সম্প্রদায়ের অভিনিবেশ অর্জন করতে শুরু করেছিল এবং তাদের মাঝে কথ্য ভাষার জোয়ার বয়ে এনেছিল, শাওকী তাঁর অভিনব আবিষ্কারের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত গীতিনাট্যসমূহ দ্বারা কথ্য ভাষা থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষার দিকে যুব সমাজকে মনোনিবেশ সৃষ্টিতে যথার্থ ভূমিকা রাখেন।

শাওকীর পর কাব্য নাটক রচনাকারীদের মধ্যে আযিয আবাযা[১১] অন্যতম। তিনি শওকীকে রাহবার হিসেবে গ্রহণ করেন এবং একে আরো অধিক প্রসার করার উদ্দেশ্যে শাওকীর অনুসৃত ধারা অনুকরণ করে অনেকগুলো কাব্য নাটক রচনা করেন। আল-বালাগা ওয়ান নাকদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- "আযিয আবাযা নাটকসমূহের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কেবল শাওকীর নীতি দ্বারা প্রভাবিত হতেন তা নয়, বরং বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ন, কথোপকথন প্রক্রিয়া, গীতিধর্মীয়তা ও সম্ভাষণ পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন (আল-বালাগা ওয়ান নাকদ লিস সাফফিছ ছালিছ ছানভী: ৯১)।"

শাওকীর মতো আযিয আবাযা (১৮৯৮-১৯৭৩ খ্রি.)ও আরব ইসলামি ঐতিহ্যকে উপজীব্য করে নাটক রচনা করেন। এ রকম নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কায়স ও লুবনা (قيس ولبنى), আল-আব্বাসা (العباسة), আবদুর রহমান আল-নাসির (عبد الرحمن الناصر), কাফিলাহ আন-নূর (كافلة النور) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি লোক-কাহিনি অবলম্বনেও কতিপয় নাটক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'শাহরিয়ার' একটি বিখ্যাত নাটক। সমাজের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নাট্যগীতিও তাঁর লেখনি থেকে বাদ যায়নি। তাঁর আওরাক আল-খারীফ (أوراق الخريف) সমাজের বাস্তব ঘটনাদি নিয়ে লিখিত (আল-দাসূকী: ৫৭)।

আযিয আবাযার পর অনেক আধুনিক কবিই নাট্যশিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কবি আহমদ শওকী বেগ ও আযিয আবাযার অনুসরণ করে কাব্য নাটক রচনা করেছেন মাহমুদ গুনায়ম (১৯০১-১৯৭২ খ্রি.)। তাঁর লিখিত 'আল-মারআ'তু আল-মুকান্নাআ', গরামু ইয়াযিদ প্রভৃতি নাটক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর লিখিত কাব্য নাটকে আরব ঐতিহ্যের মনোমুগ্ধকর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে (আল-দাসূকী: ৬৬)। কবি আলী আবদুল আজিম (১৯৪২-২০১৪ খ্রি.)[১২] রচিত 'বিলাদা' ও কবি আলী আহমদ বাকাছীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.)[১৩] 'কাছরু আল-হাউদাজ' নাটকদ্বয়ও কাব্য নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ (আল-দাসূকী: ৭০)। এছাড়া মুক্ত ছন্দে রচিত আলী আহমদ বাকাছির ইসলামি ভাবধারা সম্বলিত مسرحية إخناتون ونفريتى ও وا إسلاماه، ইত্যাদি কাব্য নাটক, কবি আবদুর রহমান শরকাভী (১৯২১-১৯৮৭ খ্রি.)[১৪] (جميلة، المجاهدة الجزائرية) مأساة جميلة ও الفتي مهران প্রভৃতি নাটক তাঁদের সক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। কবি সালাহ আবদুস সবূর (১৯৩১-১৯৮১ খ্রি.) কাব্য নাটকের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর রচিত কাব্য নাটকগুলোর মধ্যে আল-আমিরাহ তানতাযিরু (الأميرة تنتظر), বা'দা আন ইয়ামূতা আল-মালিক (بعد أن يموت الملك) অন্যতম।

নাট্যচর্চা থেকে ফিলিস্তিনী কবিদের অবদানও কম নয়। কবি মু'ঈন বাসীসূ (১৯২৮-১৯৮৪ খ্রি.)[১৫] ছিলেন আধুনিক আরবি সাহিত্যের একজন বড়ো পণ্ডিত। তিনি ছিলেন অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার (https://ar.wikipedia.org/wiki/معين_بسيسو)।

এ ছাড়া সিরিয়ার কবি উমর আবূ রিশা (১৯১০-১৯৯০ খ্রি.) আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, আরবি নাট্যশিল্প আরবি সাহিত্যের তুলনামূলক নতুন শাখা। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কর্তৃক মিশর বিজিত হওয়ার পর পরই আরবি সাহিত্য পাশ্চত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অধ্যাপনা করেন। তাছাড়া আরবরা ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অধ্যয়ন করে নাট্যশিল্প ও নাট্যাভিনয় রপ্ত করেন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত নাট্যশিল্পীদের মৌলিক লেখাপড়া ছিল না। তাঁরা অভিনয়ের ক্ষেত্রে গান ও সুললিত কণ্ঠের ওপর নির্ভর করতেন। পরবর্তী পর্যায়ের নাট্যশিল্পীদের মৌলিক লেখাপড়া ছিল। তাঁরা নাট্যশিল্পের ওপর উচ্চতর ডিগ্রিসহ বিখ্যাত নাট্যকারদের দলে কাজ করেন। দেশে ফিরে এসে তাঁরা পেশাদার নাট্যদল গঠন করেন। তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন। প্রথম দিকের নাট্যকারগণ অনুবাদ ও অনুকরণের মাধ্যমে এ সাহিত্যের যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে প্রখর মেধাবী সাহিত্যিকরা নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন। ফলে আরবি নাট্যসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তবে আরব দেশগুলোর মধ্যে মিশর ও লেবানন ও সিরিয়ায় এ সাহিত্য বেশি অগ্রগতি লাভ করে। বিশেষ করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে মিশর, লেবানন, সিরিয়াসহ আরব রাষ্ট্রসমূহে নাট্যসাহিত্যের চর্চা, রচনা ও মঞ্চায়ন নাট্যশিল্পকে অগ্রগতির শীর্ষে উন্নীত করেছে।

টীকা:

[১] মাজদি ওহবাহ (১৯৪৪-১৯৯০ খ্রি.) বিখ্যাত মিশরীয় অভিনেতা ও নাট্যকার। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলোর মধ্যে شقة المراهقين ليلة رهيبة، اديني عقلك، حادث القرن العشرين، الخوافين বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (https://ar.wikipedia.org/wiki/مجدي_وهبة)

[২] মারূন বিন ইলিয়াস বিন মিখাইল আল-নাক্কাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.) মিশরীয় নাট্যশিল্পের প্রবর্তক। তিনি লেবনানের সাইদায় ১৮১৭ সালো ৯ ফেরুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৫ সালের ১ জুন তারসুস নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। (আল-যিরিকলি: ৫/৫২৩)।

[৩] মোলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩ খ্রি.) একজন কবি, অভিনেতা, আইনজীবী, পরিচালক ও নাট্যকার। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৬২২ সালে প্যারিসের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯৫টি নাটকে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে ৩১টি নিজে রচনা করেছেন। (https://ar.wikipedia.org/wiki/موليير)

[৪] সলীম আন-নাক্কাশ (মৃ. ১৮৮৪ খ্রি./১৩০১ হি.) বৈরূতের একজন গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে ৯ খণ্ড বিশিষ্ট مصر للمصريين উল্লেখযোগ্য (আল-যিরিকলি: ৫/১১৭)।

[৫] আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি.) সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার। তিনি দামিস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং লেবানানে মৃত্যুবরণ করেন (আল-জামি: ১১৪)।

[৬] সালামা হিজাজি (১৮৫১-১৯১৭ খ্রি.) মিশরীয় নাট্যকার। ১৮৫১ সালে তিনি স্কান্দরিয়া শহরের রাস-আত-তীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালের ৪ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

[৭] মুহাম্মদ তায়মুর (১৮৯২-১৯২১ খ্রি.) ১৯৯২ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকে নাট্যসাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। ফরাসি সাহিত্য অধ্যয়ন করে তিনি নাট্যদল গঠন করে নিজেই নেতৃত্ব দেন। তিনি নাট্যশিল্প ও ছোটগল্প রচনায় খ্যতি লাভ করেছিলেন (*আল-যিরিকলি*: ৬/২২)।

[৮] আহমদ শাওকী বেগ (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.) কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ১৯৬৮ সালের ১৬ অক্টোবর কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সালের ১৩ অক্টোবর জন্মস্থান কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন (ফজলুর রহমান: ৮২-৮৪।

[৯] নাদিরা নামক আরব রাজকন্যা এবং পারস্য সেনাপতি 'সাবুর' এর প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক (আল-দাসূকী: ৪৪)।

[১০] মিশরীয় ফারাও আমলে 'হামাস আল-মিশরী' এবং গ্রিক রানি 'দাসিয়াস' এর প্রেম কেন্দ্রিক নাটক (আল-দাসূকী: ৪৪)।

[১১] আযিয আবাযা (১৮৯৮-১৯৭৩ খ্রি.) মিশরীয় কবি ও শাওকীর পরে কাব্য নাটক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। তিনি নয়টি নাটক রচনা করেছেন। (https://ar.wikipedia.org/wiki/ عزيز اباظة)

[১২] আলী আবদুল আজিজ (জন্ম ১৯৪২-২০১৪ খ্রি.) ফিলিস্তিনের নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি ১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর ফিলিস্তিনের ইয়াফা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তিনি মিশরের অভিবাসী হন। তিনি ১০ অক্টোবর ২০১৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে **يا أنا يا هو، ما هو الصحيح يا عليوة** উল্লেখযোগ্য। (https://arz.wikipedia.org/wiki/**علي (عبد العزيز**)।

[১৩] আলী আহমদ বাকাছীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) প্রখ্যাতি নাট্যকার ও সাহিত্যিক। তিনি ইন্দোনেশিয়ার 'সুরাবায়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের ১০ বছর পর তাঁর মাতাপিতা তাঁদের আদি জন্মভূমি ইয়ামেনের হাদরামাউত চলে যান। সেখানে তিনি লেখাপড়া করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে **ليلة النهر عودة الفردوس و القرعون، مأساة زينب، سر الحاكم بامر الله،** উল্লেখযোগ্য। (আল-যিরিকলি, ৪/২৬২)।

[১৪] আবদুর রহমান শরকাভী (১৯২১-১৯৮৭ খ্রি.) একজন মিশরীয় কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার। তিনি ১৯২১ সালের ১০ নভেম্বর মিশরের দলাতুন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ২৪ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। (https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد الرحمن الشرقاوي)

[১৫] মু'ঈন বাসীসূ (১৯২৮-১৯৮৪ খ্রি.) ১৯১০ সালের ১০ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে লণ্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অনেকগুলো কাব্য গ্রন্থ মিশর ও বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। বলিয়াভী, মাওলানা আবদুল হাফিজ, *মিসবাহ আল-লুগাত*, দিল্লী: মাকতাবাতু বুরহান, ১৯৮১; ইব্রাহিম মাদকুর ও অন্যান্য, *আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত*, কায়রো: ১৯৭২।

২। ওহবাহ, মাজদি, *মু'জামু মুসত্বালিহাত আল-আদব*, বৈরুত: মাকতাবাতু লিব্‌নান, ১৯৭৪।

৩। আবুল কাসেম, ড. মুহাম্মদ, *আধুনিক বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত ও সমাজচিত্র*, চট্টগ্রাম: শব্দশিল্প প্রকাশন, ২০১৬।

৪। দাস, শ্রীশচন্দ, *সাহিত্য সন্দর্শন*, ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী, ২০০৯।

৫। ভৌমিক, দুলাল, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

৬। ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, কালকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

৭। ইসমাঈল, ড. ইজ্জুদ্দিন, *আল-আদব ওয়া ফুনুহু দিরাসাহ ওয়া নাকদ*, আল-কাহিরা: দার আল-ফিকর আল-আরবি, ২০১৩।

৮। এনামুল হক, ড. মুহাম্মদ ও অন্যান্য, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৫।

৯। আল-যিরিকলি, খাইরুদ্দিন ইবন্ মাহমুদ, *আলআ'লাম*, দারু আল-ইলম লিল মালাঈন, ২০০২।

১০। আল-মার'আ, ড. ফুয়াদ, *ফী তারিখ আদাব আল-হাদিস*, আল-মাতবুআত আল-জামিয়া, ১৯৯৮।
১১। মোহাম্মদ, ড. মোস্তাক ও অন্যান্য, *আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, কুষ্টিয়া: সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ প্রমোশন, ২০০৫।
১২। আল-ফাখুরি, হান্না, *আল-জামি ফী তারিখ আল-আদব আল-আরবি*, বৈরুত: দারু আল-জিল, ১৯৮৬।
১৩। আল-মাকদাসী, আনীস, *আল-ফুনুন আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা*, বৈরুত: দার আল-ইলম লিল মালায়িন, ১৯৯০।
১৪। দ্বাইফ, ড. শাওকী, *আল-আদব আল-আরবি আল-মু'আসির ফী মিশর*, কায়রো: দারু আল-মা'আরিফ, ১৯৭৪।
১৫। Mahdi, Ismat, *Modern Arabic Literature*, Hayderabad: 1983।
১৬। আল-হাকিম, তাওফিক, *সিজন আল-ওমর*, কায়রো: দারু আল-মা'আরিফ, তা.বি.।
১৭। আহসান উল্লাহ, ড. মুহাম্মদ, *দ্যা চিটাগাং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এণ্ড হিউম্যানিটি*, খণ্ড ১৯, নভেম্বর ২০০৩।
১৮। আল-দাসূকী, ওমর, *ফী আল-আদব আল-হাদিস*, কায়রো: দার আল-ফিকর আল-আরবি, ১৯৭২।
১৯। সাইয়েদ, আহসান, *তাওফিক আল-হাকিমের নাটক*, ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০২।
২০। ফজলুর রহমান, ড. মুহাম্মদ, *আরব মনীষা*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩।
২১। আল-দাসূকী, ওমর, *আল-মাসরাহিয়্যাহ নাশ'আতুহা ওয়া তারীখুহা ওয়া উসূলুহা*, কায়রো: দার আল-ফিকর আল-আরবি, তা.বি.।
২২। *আল-বালাগা ওয়ান নাগদ লিস সাফ আল-ছালিছ আল-ছানভী*, সৌদি আরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩।
২৩। https://bn.wikipedia.org/wiki/নাটক। Accessed 1 January 2023.
২৪। https://ar.wikipedia.org/wiki/موليير . Accessed 2 January 2023.
২৫। https://www.google.com/سليم النقاش . Accessed 2 January 2023.
২৬। https://ar.wikipedia.org/wiki/عزيز اباظة . Accessed 4 January 2023.
২৭। https://arz.wikipedia.org/wiki/على. عبد العزيز Accessed 4 January 2023.
২৮। https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد الرحمن الشرقاوي . Accessed 5 January 2023.
২৯। https://ar.wikipedia.org/wiki/معين_بسيسو . Accessed 5 January 2023.
৩০। https://ar.wikipedia.org/wiki/عمر_أبو_ريشة . Accessed 5 January 2023.